দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা: ১ কলাম ৫

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে চাঞ্চল্যকর তথ্য

ঢাকা ভার্সিটির ত্রিশ লাখ টাকা আত্মসাৎঃ মামলা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে

কিবরিয়া চৌধুরী ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৩৪টি চেকের মাধ্যমে ৩০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই ৩৪টি চেকের মধ্যে ২৪টি চেকে স্বাক্ষর করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক রুহুল আমিন আকন্দ এবং আইবিএ'র তৎকালীন পরিচালক ডঃ আলিমুল্লাহ মিয়ান।

জানা গেছে, বিশ্বব্যাংকের বিএমটি প্রকল্পের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট প্রকল্পের তহবিল তছরুপ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে চেকের মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাতের জালিয়াতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ধামাচাপা দেয়ার জন্য তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে সরাসরি দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা দায়ের করার পরেও বিশেষ একটি মহল মামলার কার্যপ্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তদের রেহাই দেয়ার জন্য সরকারের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের একটি মহল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি মহল চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের বিএমটি প্রকল্পের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম ও তহবিল তছরুপ হয়েছে। এ ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালকের দৃষ্টিতে পড়ে। এরপর কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ২৮-৪-৯৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষকে সভাপতি এবং

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির ত্রিশ লাখ টাকা আত্মসাত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আইবিএ'র পরিচালককে সদস্য সচিব করে ৫ সদস্যের এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির সদস্যগণ প্রকল্পের দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম বের করার জন্য আইবিএ'র সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাগজপত্র ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করেন।

১৯৯৩ সালের নবেম্বর মাসে তদন্ত কমিটি আইবিএ'র আর্থিক দুর্নীতি ও তহবিল তছরুপের ওপর প্রতিবেদন তৈরী করে। এই রিপোর্ট যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে জালিয়াতি ও ভুয়া চেকের মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রমাণ হিসাবে রিপোর্টে ৩টি চেকের নমুনা তুলে ধরা হয়। এই ৩টি চেকের মাধ্যমে ডঃ আলিমুল্লাহ মিয়ান এবং হিসাব পরিচালক রুহুল আমিন আকন্দ ৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

এই তিনটি চেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, চেকে টাকার অংক লেখার পর বামপার্শ্বের অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রেখে সেখানে কথা ও অংকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে লিখে ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ৮ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ০৫৫৬৮৬৪ নম্বর চেকের মুড়িতে লেখা টাকার অংকের পরিমাণ কথায় ও অংকে লেখা ছিল ২৩৭ দশমিক ৩৬ টাকা। কিন্তু এই চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে ১ লাখ ২৩৭ দশমিক ৩৬ টাকা।

আরেকটি চেক যার নম্বর হল ০৭৭৮০২। এই চেকটির মুড়িতে টাকার অংকের পরিমাণ লেখা ছিল ৪ হাজার ৬০৮ টাকা। কিন্তু এই চেকটির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৬০৮ টাকা। অপর চেকটির নম্বর হল ০৭৭৮৭১। এই চেকটির মুড়িতে টাকার অংক লেখা ছিল ১ হাজার ৯৬০ টাকা। এই চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয়েছে ৬ লাখ ১ হাজার ৯৬০ টাকা। বাকি চেকগুলোর বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছে।

তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টটি ২৩-১২-৯৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কাছে পেশ করে। সিন্ডিকেটের সভায় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর আলোচনার জন্য এজেন্ডাভুক্ত করা হয়। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন অজ্ঞাত কারণে রিপোর্টের ওপর আলোচনা করতে গড়িমসি করেন। পরবর্তীতে সিন্ডিকেট এ ব্যাপারে পুনরায় প্রো-ভিসিকে নিয়ে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির একজন সদস্য বিদেশ চলে যাবার অজুহাতে কমিটি কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বক্তব্য রাখা হয়। সিন্ডিকেটের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ আত্মসাতের ওপর আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে গঠিত তদন্ত কমিটি এ ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরী করে। এই কমিটি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রথম কমিটির প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তারা যথাসময়ে সিন্ডিকেটের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন। সিন্ডিকেট এই প্রতিবেদন গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটের সভায় এ ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন বিভাগে একটি মামলা দায়ের করা হবে।

সিন্ডিকেটের একই সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ১৯-৮-৯৬ তারিখে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলা দায়ের করার ১০ মাস পরেও দুর্নীতি দমন বিভাগ "অজ্ঞাত কারণে" কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না বলে সূত্রে জানায়।